শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

074

তারিখ 17 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

বাংলা প্রচলনে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের পঁয়ত্রিশ বছর পরেও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন হয়নি এ শুধু দুঃখের ব্যাপারই না, রীতিমতো লজ্জাজনক ব্যাপারও বটে। তবে, যেহেতু এটা কারো একার ব্যাপার নয় তাই অতি সহজেই আমরা সবাই এ লজ্জা হজম করে নিতে পেরেছি। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারের মহতী উদ্যোগ প্রসংসার দাবীদার। যদি আমরা ঠিক পদ্ধতি মতো এগুতে না পারি—তবে আইন প্রণয়ন করেই কোন ফায়দা হাসিল করা যাবে না। আমাদের আর্থিক মাপকাঠিতে সমাজে যেমন শ্রেণীভেদ আছে, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও এ বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যতা যে কোন জাতির ভাষা ও শিক্ষাকে পঙ্গু করে ছাড়ে এবং রীতিমতো শ্রেণী ও ভাষাভেদ প্রকট হতে প্রকটতর করে। যা আমাদের দেশে পূর্বে যেমন ছিল, স্বাধীনতার পরে তা অত্যন্ত স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের ধনিক ও শিক্ষিত শ্রেণীর অভিভাবকরাই এ বৈষম্যের জন্যে দায়ী যাঁদের ইশারায় অনেক কিছুই হতে পারে। তারা এক দিকে যেমন সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার জন্য ভাষণ দিচ্ছেন তেমনিই নিজ নিজ সন্তানদের কেজি কিংবা অন্যান্য ইংলিশ স্কুলে ভর্তি করে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছেন। যে শিক্ষার বেশীর ভাগই ইংরেজী এবং যার মধ্যে আমাদের বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা নেই। এটি কোন অবস্থাতেই আমাদের জাতির জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রস্তাবঃ

(১) সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্যে আমাদের বিত্ত সম্প্রদায়ের অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

(২) ক্রমে ক্রমে কেজি ও ইংলিশ স্কুলগুলোর সংখ্যা হ্রাস এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘোষণা করতে হবে।

(৩) উন্নতমানে ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

(৪) ভালো বাংলা জানা লোকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হোক এ কামনা প্রতিটি বাঙ্গালীর হওয়া উচিত। আর সর্বস্তরে বাংলা চালুর জন্যে প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করলে নিশ্চয়ই শুভ ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

—খন্দকার মামুন-আর-রশিদ